বিজেআরআই তোষা পাট-৬

(ও-৩৮২০)

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

উদ্ভাবনের ইতিহাস

বিজেআরআই তোষা পাট-৬ জাতটি বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাত । এটি দ্রুত বর্ধনশীল, নাবীতে বপনোপযোগী ও অধিক ফলনশীল। এই জাতটি এনাটমিক্যালী বাছাইকৃত উন্নত লাইনসমূহ থেকে বিশুদ্ধ সারি নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি বাংলাদেশের ভূমি ও আবহাওয়া উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ জাতটি চাষাবাদ করা হয়েছে এবং ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রধানতঃ ও-৪ জাতের বপনের সময়ের ১৫ দিন পূর্বে বপন করলেও এ জাতটিতে অকালে ফুল আসে না। এর আঁশের রং উজ্জ্বল সোনালী এবং প্রচলিত জাতের চেয়ে উন্নত। এটির ছালের পুরুত্ব বেশী এবং পাট কাঠি তুলনামূলক শক্ত।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

গাছ লম্বা, গাঢ় সবুজ কান্ড মসৃণ, দ্রুত বর্ধনশীল। ও-৯৮৯৭ জাতের চেয়েও দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বপন করলেও আগাম ফুল আসে না। বীজের রং নীলাভ সবুজ।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

পাতা লম্বা ও লেন্সিওলেট টাইপ। পাতার দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ২.৬৬ যা অন্যান্য তোষা জাত অপেক্ষা বেশী। কান্ডের পরিধি আগা ও গোড়ায় মোটামুটি সমান অর্থাৎ সিলিন্ড্রিকাল। উদ্ভিদ সমষ্টিতে (population) গাছগুলোর সমরূপতা (uniformity) অনেক বেশী।

বপনকাল

চৈত্র এর ২য় সপ্তাহ থেকে বৈশাখ মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত (এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ) যে কোন সময় এ জাত বপন করা যায়। তবে এপ্রিলের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বপন করলে ভাল ফলন পাওয়ার যায় ও বপন করার ১১০ দিন পরে কর্তন করেও আঁশের গুণগত মান ও ফলন ভাল পাওয়া যায়। এ জাতটি বোরো ধান কাটার পর বপন করে জমিকে ৩-ফসলী শস্যক্রমের আওতায় আনা যায়।

জমি নির্বাচন

পানি নিষ্কাশনের সুবিধাসহ উঁচু বা অপেক্ষাকৃত মাঝারী উঁচু উর্বর জমি এ জাত চাষের জন্য উত্তম। মাঝারী নীচু জমিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকলে এ জাত বপন করা যায়।

সার প্রয়োগ

গোবর সার প্রয়োগ করা না হলে, হেক্টর প্রতি ইউরিয়া-২১৭ কেজি, টিএসপি-৫০ কেজি, এমওপি-১২০ কেজি ও ১১১ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে শুকনো গোবর সার ব্যবহার করা হলে প্রতি হাজার কেজি শুকনো গোবর সার ব্যবহারের জন্য ১১ কেজি ইউরিয়া, ১০ কেজি টিএসপি এবং ১০ কেজি এমওপি সার নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, গোবর সার অবশ্যই বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরীর সময় অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সার পূর্নমাত্রায় মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ৪০-৪৫ দিন পর প্রথম নিড়ি দেওয়ার পর উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। ২য় পর্যায়ে সার প্রয়োগের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকা প্রয়োজন।

পরিচর্যা

চারা গজানোর পর প্রয়োজনীয় নিড়ি দিতে হবে ও চারা পাতলা করতে হবে। প্রয়োজনে উপরি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগকৃত সারের সাথে শুকনো ছাই বা শুকনো মাটি মিশিয়ে প্রয়োগ করা উচিত । এতে চারার কোন ক্ষতি হয় না এবং সার সমভাবে পরিবেশিত হয়। খরা দীর্ঘায়িত হলে সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরী ও বীজ বপন

জমি ভাল ভাবে চাষ করে প্রয়োজন মত গোবর বা অন্যান্য জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। হেক্টর প্রতি ১০০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করা ভাল। বীজ সারিতে বা ছিটিয়ে বপন করা যায়। হেক্টর প্রতি ৫-৬ কেজি বীজ বপন করা প্রয়োজন। বীজ বপনের পর মই দিয়ে জমি সমান করা উচিৎ।

পাট কাটা, জাঁক দেয়া, ধোয়া ও শুকানো

বপনের ১১০ দিন পর প্রয়োজন মত যে কোন সময়ে পাট কাটা যায়। তবে দেরীতে কাটলে ফলন বেশী হয় ও আশের গুনগত মান খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে। চিকন ও মোটা পাট গাছ আলাদাভাবে আঁটি বেঁধে পাতা ঝরিয়ে গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পরে পরিষ্কার পানিতে জাঁক দিতে হবে। জাঁক খুব পুরু না করে খড় বা কচুরীপানা দিয়ে ঢেকে দেয়া ভাল। আঁশ যাতে বেশি পঁচে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এ আঁশ যত পরিস্কার করে ধোয়া যায় তত উজ্জ্বল হয়। ধোয়া আঁশ আড়ে শুকানো উচিত। সিক্ত মাটিতে শুকালে ময়লা হয়ে আঁশের মান খারাপ হয়ে যায়।

ফলন

অনুকুল আবহাওয়া ও উপযুক্ত পরিচর্যায় এ জাতের শুকনো আঁশের সর্বোচ্চ ফলন ৫.০ টন । হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা প্রায় ৩.৫-৪.০ লক্ষ রাখলে কাঙিখত ফলন পাওয়া যায়। কৃষকের জমিতে গড় ফলন ৩.০ টন/হেক্টর বা বিঘাপ্রতি প্রায় ১০.৭ মণ।

বীজ উৎপাদন

আঁশের জন্য বপনকৃত মাতৃ গাছ থেকে ভাল পরিমাণ বীজ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই কাঙিখত পরিমাণ বীজ উৎপাদনের জন্য তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। যথা -

১। কাটিং বা ডগা রোপন পদ্ধতি

১০০-১১০ দিন বয়সের গাছের আগা (১-১.৫ ফুট) ধারালো ছুরি বা চাকু দিয়ে কেটে ৩-৪ টুকরা করে (প্রতি টুকরায় কমপক্ষে ৩টি পর্ব থাকতে হবে) মোটামোটি ভেজা জমিতে উত্তর মুখী কাত করে লাগাতে হবে। ধানের চারা যেভাবে রোপন করা হয় ঠিক সেভাবে রোপন করতে হবে। কাটিং লাগানোর আগে বড় পাতা গুলি ফেলে দিতে হবে। পরবর্তীতে এই রোপনকৃত কাটিং হতে প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে এবং তা থেকে প্রচুর পরিমাণে বীজ উৎপন্ন হয়। বীজের গুণগত মানও ভাল হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতি শতক জমিতে ২-৩ কেজি বীজ সহজেই উৎপন্ন করা যায়।

২। নাবী বীজ উৎপাদন প্রদ্ধতি

অগাষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর জমিতে জো হলে ২/৩ বার চাষ দিয়ে বীজ বপন করা হয়। বপনের পর এক বার মই দিয়ে মাটি সমান করে দিতে হয়। পরে স্বাভাবিক ভাবে বীজ গজিয়ে চারা হবে। এই চারা লম্বা হয় প্রায় ৩-৫ ফুট। ৫০-৬০ দিন বয়সে চারাটি শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করে ফুল ও ফল হয় এবং ফল থেকে প্রচুর বীজ উৎপাদন হয়। এই পদ্ধতিতে প্রতি শতক জমিতে অনায়াসে ৩-৪ কেজি বীজ পাওয়া যায়।

৩। চারা রোপন পদ্ধতি

উঁচু জমিতে চারা তৈরী করে ১-১.৫ মাস বয়সের চারা ভেজা জমিতে রোপন করে সন্তোষজনক পরিমাণ বীজ উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে প্রতি শতক জমিতে ২-৩ কেজি বীজ উৎপন্ন হয়।

উপযুক্ত শস্যক্রম

গাছের বয়স ১০০ থেকে ১১০ দিন হলে কেটে জমিতে চাষ ও মই দিয়ে রোপা আমণ ধান লাগানো যায় এবং পরবর্তী ফসল হিসেবে গম/আলু/তেল বীজ জাতীয় ফসল স্থান ভিত্তিক যেটি যেখানে ভাল, সেটি সেখানে বপন করা যায়।

বীজ সংরক্ষণ

সাধারণতঃ কার্তিক-অগ্রহায়ন (মধ্য অক্টোবর-মধ্য ডিসেম্বর) মাসে পাট বীজ ফসল কাটা হয়। জমিতে পাট বীজ ফসল অতিরিক্ত পাকলে বীজের মান নষ্ট হয়। ক্ষেতের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ ফল বাদামী রঙ ধারণ করলে গাছের গোড়া সমেত কেটে ফসল সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টি ভেজা দিনে পাকা ফলসহ গাছ না কাটা উত্তম। ফলসহ গাছ সংগ্রহ করার পর ১-২ দিন ভালভাবে শুকিয়ে বীজ মাড়াই করে পর পর ৩-৪ দিন ভালভাবে শুকিয়ে পাট বীজ সংরক্ষণ করা দরকার। বীজ শুকনোর জন্য সরাসরি সিমেন্টের মেঝের উপর ত্রিপল/পাটের বস্তা বিছিয়ে তার উপর শুকানো ভাল। উল্লেখ্য যে, সরাসরি সিমেন্টের মেঝেতে পাট বীজ শুকালে বীজের ভেতরে ভ্রুন নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফলে ঐ বীজে অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। আবার ভেজা উঠানে মাটিতে বীজ বিছিয়ে শুকালে রৌদ্রের তাপ এবং মাটির আর্দ্রতা মিলে বীজের জীবনীশক্তি

দূর্বল করে দেয়। পাট বীজ সংরক্ষণে এই শুকানোর প্রক্রিয়া এবং সময়সীমা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। শুকানো কয়েকটি বীজ নিয়ে দাঁতের ফাকে চাপ দিলে কট্ করে ভেঙ্গে গেলে বোঝা যাবে বীজ পর্যাপ্ত শুকিয়েছে। শুকানো বীজ ঠান্ডা করে বীজের পরিমান অনুযায়ী আয়তনের প্লাস্টিকের ক্যান, টিন ইত্যাদিতে ভরে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখলে বীজ বহুদিন ভাল থাকে এবং পরবর্তী বছরেও বপন করা যায়।

প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই

"পলিথিন ব্যাগের বদলে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করুন"

রচনা ও সম্পাদনা ঃ ড. নার্গীস আক্তার
মোঃ মকসুদার রহমান
মোহাম্মদ ছোলেমান হোসেন ভূইয়া
মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
ড. রহিমা খাতুন

প্রকাশকাল ঃ মে, ২০১৪ইং

সংখ্যা ঃ ৩০০০ কপি

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণ ঃ এশিয়াটিক সিভিল মিলিটারি প্রেস, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ ০২-৯৫৫৪৬১৩, ০২-৭১২০৪২৮